১৪ -১১ -১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই দুনিয়ায় কোনো কিছুকে ভয় পাও বা নাই পাও কিন্তু এই বাবার জন্য মনে ভয় যেন থাকে, মনে ভয় রাখা মানে পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা ।"

প্রশ্ন :- বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজেকে যাচাই করার জন্য(চার্ট রাখার) শ্রীমত কেন দেন?

উত্তর :- কেননা ঈশ্বরীয় নিয়ম কানুন খুব কঠিন । যদি ব্রাহ্মণ হয়ে ছোট ছোট ভুল হয় তাহলে তো কঠিন শাস্তি পেতে হবে, এই জন্যই বাবা বলেন নিজেকে যাচাই করো । যদি কর্মের কোনো পুরানো হিসাব - কিতাব থেকে থাকে তবে তো কর্মভোগের পুরস্কার আর শাস্তি পেতে হবে । এখন বিনাশের সময় খুব কাছে, এই জন্য নিজের কর্মের হিসাব - কিতাব যোগবলের দ্বারা চুকিয়ে দাও।

ওম শান্তি । বাবার স্মরণে বাচ্চারা নিজেরাই মগ্ন থাকে । বারবার বলার দরকার নেই । বাবা এই নির্দেশ দেন যে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই যে রাবণ তোমাদের পতিত করে দিয়েছে, তাকে জয় করতে পারবে ।তোমাদের তো কোনো অস্ত্র (হাতিয়ার) ইত্যাদি দেওয়া হয় না, কেবলমাত্র যোগবলের দ্বারা রাবণকে জিততে পারবে । এই জীত পাওয়া খুব জরুরী আর সঙ্গমেই পেতে হবে, যখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হয়ে রাম রাজ্যের স্থাপনা শুরু হয় । বাবা তো কখনো হিংসা শেখাবেন না দেবতাদের জন্য বলা হয় অহিংসা পরমধর্ম । দুনিয়া তো এটা জানে না যে ওখানে কাম কাটারির হিংসা হয় না । যারা পূর্ব কল্পে নির্বিকারী হয়েছিল তারাই তোমাদের কথা শুনবে । এখন তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করছো । বর্ণনা করা আছে যে শিবের শক্তি সেনা । তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা (incognito warriors)। যা কিছু করা হচ্ছে সমস্তই প্রত্যেকে নিজের জন্যই করছে ।"মায়া জীত" হয়ে "জগতজীত" হতে হবে। তোমরা নিজেদের জন্য করছো মানে তোমরা ভারতের জন্যই করছো । এখানে যে খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করবে তার কিছু প্রাপ্তি হবে । যে পাঁচ বিকার থেকে জিত পাবে সেই জগত-জীত হবে, আর কোনো কিছুতে জিত না পেলেও হবে। তোমাদের তো রাবণ রাজ্য থেকে জয় পেতে হবে অর্থাৎ দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । দৈবীগুণ ধারণ না করলে সত্যযুগে যেতে পারবে না । তাহলে নিজেকে জিজ্ঞেস করো যে আমরা কতখানি দৈবীগুণ ধারণ করেছি? দৈবীগুণ ধারণ করা মানে রাবণের থেকে জিতে যাওয়া । বলা হয় যে রাম রাজ্য ছিলো, কিন্তু একা রাম তো রাজত্ব করেননি, প্রজাও তো ছিল । এখানে রাজা, রানী এবং প্রজা সবাই রাবণকে জয় করছে । আর দৈবীগুণ ধারণ করছে । দৈবীগুণ ধারণ করলে খাওয়া - দাওয়া, বলা- করা, সব শুদ্ধ ও পবিত্র হয় ।প্রত্যেকটা কথা সত্য বলে । বাবা হলেন সত্য রূপ । তাহলে এমনতরো বাবার সাথে কতটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে অর্থাৎ সত্যবাদী হতে হবে! যদি সত্যতে না থাকো তাহলে অনেক খারাপ গতি হবে । উচ্চ গতি প্রাপ্ত করতে হবে । নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষী হতে হবে । বলা হয়ে থাকে - তোমার গতি তুমি জানো । বাবা যে মত দেন, তার থেকে কত উচ্চ গতি পাওয়া যায় । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা উচ্চ থেকে উচ্চ গতি প্রাপ্ত করান । সেইজন্য এখন শ্রীমতে চলে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । জন্ম জন্মান্তরের পাপ যোগবল ছাড়া কাটবে না, সেইজন্য স্মরণের যাত্রা খুব ভালো হওয়া উচিত । স্মরণ ভালো হয় -- অমৃত বেলায় । ওই সময় বায়ুমন্ডল খুব ভালো থাকে । দিনের সময় যখনই বসো, কিন্তু অমৃতবেলার মতো ভালো সময় আর হয় না । নিজের কথা গুপ্ত থাকে । ইংরেজিতে বলা হয় উই

আর অ্যাট ওয়ার ("we are at war") আমাদের যুদ্ধ রাবণের সাথে । সে হল নম্বরওয়ান শত্রু। বাবার এই শ্রীমতের দ্বারা রাম সম্প্রদায়, রাবণ সম্প্রদায়ের থেকে জিত পেয়েছিল । বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান । বেচারা দুনিয়া এই সময় ঘোর অন্ধকারে আছে । ওরা তো জানেই না যে ওরা হেরে বসে আছে । মায়ার কাছে হারলেও হার হয়, মায়া কাকে বলে -- এটা তো কেউ জানে না । সম্পূর্ণ লঙ্কাতে রাবণের রাজত্ব ছিল । শাস্ত্রে ভক্তি মার্গের কত কত শ্রুতি গল্প লেখা আছে, তোমরা তো জন্ম জন্মান্তর ধরে পড়ছো । এখনও বলা হয় যে শাস্ত্র নিশ্চয়ই পড়া উচিত । যে পড়ে না তাকে নাস্তিক বলে, আর *বাবা বলেন শাস্ত্র পড়তে পড়তে সব নাস্তিক হয়ে গেছে । এই কথা তো খুব ভালো ভাবে বাচ্চাদের বুঝতে হবে যে ভারত যখন সতোপ্রধান ছিলো তখন ভারতকে স্বর্গ বলা হতো । সেই ভারতবাসী ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন পতিত তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন আবার পবিত্র কি করে হবে । বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে সতোপ্রধান পবিত্র হয়ে যাবে, আর কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না । কাউকে গুরু বানিও না । বলা হয় যে গুরু বিনা ঘোর অন্ধকার । অনেক অনেক গুরু আছেন । কিন্তু সব অন্ধকারে নিয়ে যায় । বাবা বলেন যে, জ্ঞান সূর্য এখন যখন এসেছে ঘোর অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী যদিও পবিত্র হন কিন্তু জন্ম তো বিকারের থেকেই হয় ।দেবী দেবতা তো বিকার থেকে জন্মগ্রহণ করেন না । এখানে সবার শরীর নোংরা কাপড়ের মতো অপবিত্র হয়ে আছে ।বাবা এই রকম নোংরা কাপড়ের অপবিত্রতা পরিস্কার করেন । আত্মা পবিত্র হলে শরীরও ভালো প্রাপ্ত হয় । তার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । নিজেকে যাচাই করতে হবে -- আমি কোনো খারাপ কাজ তো করছি না । ঈশ্বরীয় নিয়ম খুব কড়া । কোনো খারাপ কাজ করলে তার খুব কঠিন শাস্তি পেতে হয় । বিনাশের সময় এখন । সমস্ত হিসাব পত্র চুকিয়ে ফেলতে হবে -- যোগবলের দ্বারা । যদি হিসাব চুকিয়ে না ফেল, তবে শাস্তি পেতে হবে। আবার বলা হয় যে - শাস্তির সাথে কিছু পুরস্কার লাভ হয় । পুরস্কার তো কম বেশী সবাই-ই পাবে । মুক্তি আর জীবন মুক্তির পুরস্কার সবাইকে দেওয়া হবে । কেউ তো পাস উইথ অনার আবার কেউ শাস্তি পাবে, তারপর একটু পুরস্কার পাবে কিন্তু বিনা সম্মানের হবে সেটা । সিংহাসনে বসতে পারবে না। যদি কোনও খারাপ কাজ করা হয় তাহলে সম্মান হানি হবে, তাও আবার বাবার সামনে । শিববাবা বসে আছেন । তোমাদের সাক্ষাৎকার করাবে, যে তোমরা এখানে ছিলে, তোমাদের কত বোঝাতাম । *আমি এখন সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মার মধ্যে আছি । তোমরা বাচ্চারা এখন সম্পূর্ণ ভাবে বাবার কাছে যাও। ওনার দ্বারা শিববাবা নির্দেশ ইত্যাদি দিতে থাকেন । তোমাদের বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন, বলবেন যে এখানে বসে তোমাদের কত পড়াতাম, বোঝাতাম যে দৈবীগুণ ধারণ করো, সার্ভিস (সেবা) করো । কারো নিন্দা কোরো না । তোমরা তা সত্ত্বেও এই কাজ করো, তাহলে এবার শাস্তি ভোগ করো । যত পাপ করবে তত বেশি সাজা পেতে হবে । কেউ কেউ অনেক বেশী শাস্তি পায়, কেউ আবার কম পায় । এই সব আবার মধ্যে নম্বর অনুযায়ী হয় । যতটা সম্ভব যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে শেষ করতে থাকো, এই এতো বড় থেকে বড় কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের খাঁটি সোনা কেমন করে হতে হবে? উঠতে বসতে এই কথাই বুদ্ধিতে রাখতে হবে, যত স্মরণ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে । মায়ার তুফানের পরোয়া করতে হবে না, যতটা সময় পাওয়া যাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আমাকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে পাপ কেটে যাবে । কোনো পাপ করা উচিত নয় । নাহলে তো পাপ একশ গুন হয়ে যায় । ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে নাহলে পাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে সর্বনাশ হয়ে যাবে । পাপের পর পাপ কাজ মায়া করাতে থাকে । আর তাতে বেহদের বাবাকে অসম্মান করা হবে ।এই সব অনেকেই জানতে পারে না । বাবা সব সময় এটা বোঝান

যে, এমন ভাবো যে মুরলী শিববাবা বলেন । শিববাবা নির্দেশ দেন এটা স্মরণে রাখো, ভয় থাকবে তাঁর থেকে । অনেক পাপ কর্ম করা হয় কিন্তু পরিস্কার বলা উচিত যে, বাবা আমি এই ভুল করে ফেলেছি। বাবা বোঝাচ্ছেন, অনেক পাপের বোঝা মাথায় আছে । যা কিছু করেছো সেই সব বলে দাও সত্য বললে পাপের বোঝা অর্ধেক হয়ে যাবে।
বাবা বোঝাচ্ছেন যে, যিনি নম্বরওয়ান পুণ্য আত্মা হন, তিনি আবার পাপ আত্মা নম্বরওয়ান হয়ে যান । বাবা স্বয়ং বলেন যে তোমাদের অনেক জন্মের পর অন্তিম জন্ম । তোমরা পুণ্য আত্মা ছিলে, এবার পাপ আত্মা হয়েছো, তারপর আবার পুণ্য আত্মা হতে হবে । নিজের কল্যাণ তো করতে হবে । *এখানে তোমাদের মাথা নত করে প্রণাম করতে হবে না, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বৃদ্ধ মানুষ হলেও, নমস্কার করেন । বাচ্চারা ঘরে থাকলে বার বার নমস্কার করে না একবার নমস্কার করলে প্রত্যুত্তরে নমস্কার করা হয় । *বাবা বলেন, তোমরা আমাকে বড় ভেবে নমস্কার করো, আমি আবার তোমাদের বিশ্বের মালিক ভেবে নমস্কার করি । এর তো কিছু অর্থ আছে । মানুষে "রাম- রাম "বলে দেয় কিন্তু অর্থ কিছু বুঝতে পারে না । বাস্তবে রাম অর্থাৎ শিববাবা । এই রাম সেই রঘুপতি রাম নয়, এই রাম নিরাকার। ওনার নাম শিববাবা । শিবের সামনে কেউ এমন বলবে না যে আমি রামের পূজো করি। এখন বাবা বলছেন যে তোমরা মন্দিরে গিয়ে বোঝাও যে ইনিও মনুষ্য ছিলেন । তোমরা এনাদের সামনে গিয়ে মহিমা স্তুতি করো - আপনি নির্বিকারী, সর্ব গুণসম্পন্ন, আমরা পাপী নীচ । এই দেহ মানুষের আর ওই দেহও মানুষের কিন্তু তাতে দৈবীগুণ আছে এই জন্যই দেবতা হন । তোমরা নিজে বলো - যে আমাদের মধ্যে আসুরী গুণ আছে সেইজন্য আমরা বাঁদরের মতো। চেহারা তো দুজনের এক কিন্তু চরিত্র আলাদা আলাদা । ভারতবাসী মকুটধারী ছিলো । এখন মুকুট নেই, ভারতবাসী এখন গরীব । বাবা ভারতে আসেন, যেখানে স্বর্গ বানাবার থাকে সেখানে তো বাবা আসবেনই, তাই না ।বলা হয় "কলঙ্গী অবতার", কত কলঙ্ক লাগিয়েছে । অন্য ধর্মের লোকেরা যদি কিছু বলে থাকে তাহলেও তারা ভারতবাসীদের অনুসরণ করে । পাথর বুদ্ধি হবার কারণে আমাকেও পাথরের ভিতরে ভেবে নেয় । বাবাকে জানেই না যে বাবা এতে প্রবেশ করে ভারতকে কত সর্বোচ্চ মুকুটধারী বানিয়ে দেয় । ভারতের কত সেবা করেন ।বাবা বলছেন যে, তোমরা আমায় গ্লানিময় করে দাও । আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই । তোমরা কত অপকার করে থাকো। রাবণ তোমাদের সব সুবুদ্ধি বন্ধ করে রেখেছে। মন্দ গতি হয়ে গেছে, তাই তো ডাকো পতিত পাবন আসুন । কত সহজ ভাবে বোঝানো হয়ে থাকে । তা সত্বেও বাচ্চারা ভুলে যায় । যোগে না থাকলে ধারণা করা যায় না, এই জন্যই বাবা বলেন যারা বন্ধনে থাকে তারাই সব থেকে বেশি স্মরণ করে । শিববাবার স্মরণে অনেক সহন শক্তিও থাকে । ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁরা দেবী দেবতা হবেন তাঁরা এখানেই আসবেন । আর্য সমাজীরা তো দেবি দেবতার মূর্তি মানেন না । ঝাড়ের পিছনে ডালপালার স্তুপ আছে, ২- ৩ জন্মও অনেক মুশকিলে হবে । অনেক লোকেরা ভাবে - বিকার বিনা দুনিয়া কেমন করে চলবে । আরে, দেবতাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়, তাই না । এটা তো কেউ জানেই না যে ওখানে বিকার তো হয় না ।পুর্ব কল্পের লোকেরা ঝট করে বুঝতে পেরে যায় । গায়ন ও আছে ভগবানুবাচ — কাম মহাশত্রু । কিন্তু ভগবান কবে বলে ছিলেন তা কেউ জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা জগতজীত হচ্ছো ।কিন্তু উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে । বাবা বলেন যে, গৃহস্থ সংসারে থাকলে কেবল মাত্র বুদ্ধি যোগ বাবার সাথে লাগাতে হবে । যখন বাবার হয়ে গেছো তখন তো বাবার সাথে ভালোবাসা রাখতে হবে । বাদবাকিদের সাথে কাজ কারবারের জন্য ভালোবাসা রাখতে হয় । বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে বেচারাদেরকে কেমন করে স্বর্গবাসী

বানানো যায় । সত্য পথে চলার যুক্তি বলতে হবে । ওই হলো দেহবোধের যাত্রা, যা কিনা জন্ম জন্মান্তর ধরে করে আসছো । এই হলো একমাত্র স্মরণের যাত্রা । এখন আমাদের ৮৪ জন্ম পুরো হলে আবার সত্যযুগের হিস্ট্রি রিপিট হতে হবে । পতিত যারা তারা ঘরে ফিরতে পারবে না । পবিত্র হবার জন্য পতিত পাবন বাবাকে চাই । যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয় কিন্তু ফিরতে পারে না। সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন একমাত্র বাবা । বাবা এসে সবাইকে রাবণের হাত থেকে মুক্ত করে দেন। সত্যযুগে দুঃখ দেবার মতো কোনো জিনিস নেই । নামই তো হলো সুখধাম । এটা হলো দুঃখধাম । ওইটা হলো ক্ষীরসাগর, আর এটা হলো বিষয় সাগর । এখন তো তোমরা জেনেছো যে স্বর্গে কত সুখে আরামে থাকা হয় । ক্ষীরসাগর থেকে বেরিয়ে বিষয় সাগরে কেমন করে আসবে, এটা কেউ জানে না । বাবা বোঝাচ্ছেন যে বাবার শ্রীমতে চলো তারপর সমস্ত দায়িত্ব ওনার । শ্রীমত বলেন, হ্যাঁ, যাও, বাচ্চাদের সামলাও । ওদের কাছে গুন গুন করতে থাকো, তাহলে কিছু না কিছু কল্যাণ তো হবেই । স্বর্গে তো পৌছে যাবে । বাবা এসে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী বানান আগামী ২১ জন্মের জন্য । এটা তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মানুষেরা তো কিছু জানে না । এরাও আগে কিছু জানতো না । যেমন ৮৪ জন্মগ্রহণের কাহিনী- "ততত্বম্"(তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই)। তিনিও রাজযোগ শিখছেন । তোমরা হলে রাজ-ঋষি । ওরা হলেন হঠ যোগ ঋষি । তোমরা তো গৃহস্থ সংসারে থেকে রাজত্ব পেয়ে যাচ্ছো । তোমরা তো সব শরণাগতি পেতে এসেছো। এখন ভাবছো আমরা তো স্বর্গে বসে আছি । দুনিয়ায় তো আছে মায়া রূপী পাম্প । যতক্ষণ না পর্যন্ত নরকের বিনাশ হবে ততদিন পর্যন্ত স্বর্গ কেমন করে হবে । মায়াবী পুরুষ এখানেই স্বর্গ ভেবে নেয় । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করতে বাবাকে কত পরিশ্রমই না করেছেন । পুরো নরকবাসী, কেউ স্বর্গবাসী হয়ই না । বাবা কত ভালোবাসার সাথে বুঝিয়ে থাকেন । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা রাবণের থেকে জিত প্রাপ্ত করলে তোমরা জগতজীত হয়ে যাবে । তার জন্য পুরো পুরি পুরুষার্থ করতে হবে । আচ্ছা - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) এমন কোনো কাজ করো না যাতে অসম্মানিত হতে হয় । শাস্তি পেতে হয় । মায়ার তুফানের পরোয়া না করে যতটা সময় পাওয়া যায় ততক্ষণই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । একমাত্র বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে ।

২) নিজের উচ্চ গতি প্রাপ্ত করার জন্য(to reach an elevated state) সত্য(true) বাবার প্রতি সৎ থাকতে হবে । কোনো কথা লুকোবে না ।

বরদান :- সাক্ষীভাবের সিটে(আসনে) থেকে হয়রান(distress) শব্দকে সমাপ্ত করে মাষ্টার ত্রিকালদর্শী ভবঃ!

এই ড্রামাতে যা কিছু হয় সে সবের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যিনি সমঝদার তার মনে কেন, কি এই সব প্রশ্ন উঠবেই না । লোকসানেও কল্যাণকর কিছু থেকে থাকে । বাবার সাথ আর বাবার হাত থাকলে অকল্যাণকর কিছু হতে পারে না । এইরকম সম্মানীয় সিটে বসে থাকলে কোনো সমস্যা

হতে পারে না । সাক্ষীদ্রষ্টার সিট সমস্যা(হয়রানি) শব্দটাকে সমাপ্ত করে দেয়। সেইজন্য ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রতিজ্ঞা করো যে না হয়রান হবো, না কাউকে হয়রান করবো ।

স্লোগান :- নিজের সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে নির্দেশ অনুযায়ী চালানোই হলো স্বরাজ্য অধিকারী হওয়া।